পতি
সংশোধিনী
সমিতি

অনির্বাণ ফিল্মসের দ্বন্দ্ব-মধুর কথাচিত্র—

॥ পতি সংশোধনী সমিতি ॥

প্রযোজনা : নবকুমার মুখার্জী ॥ কাহিনী : ৺অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ॥
পরিচালনা : বিশু দাশগুপ্ত ॥ সঙ্গীত : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : গৌর সী ॥ চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখার্জী ॥ শিল্প-নির্দেশ : বিজয় বসু ॥ সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী ॥ অতিরিক্ত সংলাপ : কানুরঞ্জন ঘোষ ॥ গীতরচনা : কানুরঞ্জন ঘোষ ও মিণ্টু দাশগুপ্ত ॥ রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জী ও গৌর দাস ॥ শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত, নৃপেন পাল, সৌম্যেন চ্যাটার্জী, (বহির্দৃশ্য) ॥ সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ আবহ-সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ প্রচার-সচিব : নিতাই দত্ত ॥ পটশিল্প : বলরাম চ্যাটার্জী ও নবকুমার কয়াল ॥ প্রচার-অঙ্কন : এস-স্কোয়ার ॥ স্থিরচিত্র : পিক্‌স ষ্টুডিও ও দ্বিজেন নাগ ॥ পরিচয়-লিখন : শচীন ভট্টাচার্য ॥ সাজসজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, গণেশ মণ্ডল, বৈজুরাম শর্মা ॥ আলোক-সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী ॥ ব্যাবস্থাপনা : প্রতাপ মজুমদার ও জহর চ্যাটার্জী ॥ কণ্ঠসঙ্গীতে : সন্ধ্যা মুখার্জী, মিণ্টু দাশগুপ্ত, ছায়া দে, সন্ধ্যা বর্মন, মঞ্জু, কল্পনা, শ্যামলী, ইন্দ্রানী ॥ প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন

॥ চরিত্র চিত্রণে ॥

সাবিত্রী চ্যাটার্জী ॥ মঞ্জু দে ॥ অনুভা গুপ্তা ॥ ভারতী দেবী ॥ বনানী চৌধুরী গীতা দে ॥ তপতী দেবী ॥ নবাগতা সুপর্ণা প্রধান ॥ রাজলক্ষ্মী দেবী লীলাবতী দেবী ॥ প্রতিমা চক্রবর্তী ॥ শীলা পাল ॥ বর্ণালী মজুমদার

মীনাক্ষী সেনগুপ্তা ॥ ডলি মুখার্জী ॥ সুপর্ণা সেন ॥ নিবেদিতা গাঙ্গুলী ॥ টুনু বর্মণ ॥ শান্তা গাঙ্গুলী ॥ গীতা ঘোষ ॥ বীণা রায় ॥ মিনতি দেবী ॥ বীথিকা ॥ জ্যোৎস্না ॥ সীমা ঘোষ ॥ মঞ্জু চ্যাটার্জী ॥ মিতা দাস ॥ ইন্দ্রানী ॥ মিতা আঢ্য ॥ হাসি।

জহর রায় ॥ ভানু ব্যানার্জী ॥ অসিতবরণ ॥ জহর গাঙ্গুলী ॥ রবীন মজুমদার হরিধন মুখার্জী ॥ দিলীপ রায় ॥ সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ বীরেশ্বর সেন ॥ মণি শ্রীমানী ॥ জয়নারায়ণ মুখার্জী ॥ মিণ্টু দাশগুপ্ত ॥ নৃপতি চ্যাটার্জী ॥ শ্যাম লাহা ॥ বীরেন চ্যাটার্জী ॥ প্রীতি মজুমদার ॥ গৌর সী ॥ অনু দত্ত ॥

প্রতাপ মজুমদার : শৈলেন ভট্টাচার্য্য : সাধন সেনগুপ্ত : খগেশ চক্রবর্তী : সুশীল দাস : ঋষি ব্যানার্জী : সতু মজুমদার : রবীন ব্যানার্জী : পরিতোষ রায় : শচীন রায়চৌধুরী : মণি ভট্টাচার্য্য : সৌরেন ব্যানার্জী : মুকুন্দ ধর : পরি দত্ত : অশোক ব্যানার্জী : জয় : অলক : সৌমেন : বিজয় : সত্য : তোতন রায়।

সহকারীবৃন্দ ॥ পরিচালনায় : অজিত চক্রবর্তী, বরেন চ্যাটার্জী ॥ সংগীত পরিচালনায় : শৈলেশ রায়চৌধুরী চিত্রগ্রহণে : গৌর কর্মকার, শক্তি ব্যানার্জী, কেষ্ট মণ্ডল ॥ শব্দগ্রহণে : ঋষি ব্যানার্জী, জ্যোতি পোড়েল, ভোলা, সুনীল রাম, পাঁচু (ব্যুমম্যান) ॥ রসায়ণাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী ও মোহন চ্যাটার্জী সংগীত ও শব্দ পুনর্যোজনা : জ্যোতি, ল্যাডল, ভোলা ॥ সম্পাদনায় : অনীত মুখার্জী ॥ ব্যবস্থাপনায় : তিনু বণিক, পঞ্চানন, লক্ষ্মী, গোপাল ও বেচু ॥ আলোক সম্পাতে : সুধীর, অভিমন্যু, দুঃখীরাম, অবনী, সন্তোষ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মেসার্স বি, ই, কর্পোরেশন ॥ এম, পি, ইণ্ডাষ্ট্রীজ ॥ কোকাকোলা ॥ অরুণ চন্দ্র রায়, বার-এ্যাট-ল ॥ গোপীপদ বর্মণ ॥ হরিপদ ব্যানার্জী ॥ সোমচাঁদ বসাক ॥ পরিতোষ রায়।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব-পরিবেশনায় ॥ ***অপ্সরা ফিল্মস***

ব্যস্, মিটিংয়ে পাশ হয়ে গেল—স্বামীদের বয়কট করো। শুধু কি বয়কট নাকি—রান্না করা, অফিস যেতে ঠিক সময়ে মুখে ভাত ধরে দিতে, অসুখ-বিসুখে পা টেপা, টুকিটাকি জিনিষ ঠিক সময়ে হাতের কাছে পৌঁছে দেওয়া—সবকিছু বন্ধ করো। এর ওপর শ্লোগান বেঁধে দেওয়া হল : —ঘোমটা খুলুন ঘোমটা খোলান।"

॥ বিরোধী দলের নেত্রী ॥

অনেকদিন ধরেই ধীরে ধীরে বিবাহিত স্ত্রীদের মধ্যে একটা অশান্তি আর আফশোস ঘুরপাক খাচ্ছিল। পৃথিবীতে পুরুষদের দাপটই বেশী। মেয়েদের ওরা কোণঠাসা করে রেখেছে। বিয়ের আর এক নাম ক্রীতদাসী। এটা ওদের ব্যবহারে প্রকট হয়ে উঠছে দিন দিন। এই বিধিব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। তচ্‌নচ্ করে দিতে হবে একতরফা স্বামীত্বের বড়াই। সমবেত বিবাহিত নারীদের সামনে দাঁড়িয়ে উদাত্তকণ্ঠে প্রেসিডেন্ট সুরবালা জানালেন "—একতাই হচ্ছে আমাদের মূলমন্ত্র। আমরা যদি শুকনো প্যাকাটিও হই, তাহলেও একত্রে একগোছা হয়ে থাকলে পট্ করে ভাঙা যাবে না। ছেঁড়া শাড়ী পরে ঘোমটা টেনে পতির ঘর আলো করে আর আমরা বসে থাকবো না। অমন পতিভক্তির মুখে ঝাঁটা মারুন"!

প্রবল উৎসাহের মধ্যে সেক্রেটারী বিজলী বলে উঠল—"এই পৃথিবী

॥ পতি সংশোধনী সমিতির সক্রিয় সদস্যাবৃন্দ ॥

॥ বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ ॥

আমাদের। পুরুষরা এতদিন ধরে পৃথিবী ভোগ করে এসেছে, এবার থেকে আমার ভোগ করবো—ডাইরেক্ট অ্যাক্সান্ শুরু করুন—পতি সংশোধনী সমিতির তহবিল বাড়াতে স্বামীদের পকেট কাটুন।

সুরবালা চাঁদিমা আর বিজলীর সম্মিলিত চেষ্টায় পতি সংশোধনী সমিতিতে দলে দলে বিবাহিত নারীরা এসে যোগ দিতে লাগল। অফিস যাবার সময় স্বামীদের জুতো লুকিয়ে ফেলা হল। সারা মাসের সম্বল মাইনের টাকাটি পকেট কেটে গায়েব করা হল···রান্না আর ছোট ছোট ছেলেপুলেদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাপেদের ঘাড়ে চাপান হল·····শুধু তাই নয় একই দিনে একই সময়ে সমস্ত স্বামীদের ঠেঙাবার পরামর্শটা ভেতরে ভেতরে দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

স্বামীরা ভয় পেল। পথে-ঘাটে-রেষ্টুরেন্টে প্রথমটা হাসি তামাসা করে ভয়টাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও যখন খবর পেল স্কুলমাষ্টার চন্দ্রিকাপ্রসাদকে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ জন গৃহবধূ মিলে রাস্তায় ফেলে উত্তম মধ্যম ঠ্যাঙানি দিয়েছে তখন স্বামীদের দল ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লো। সাবধানে রাস্তায় চলাফেরা করতে লাগল। ভাত রেঁধে স্ত্রীর সামনে রেখে পাখা দিয়ে বাতাস করেও তার মন ভেজাতে পারল না। প্রতি মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর মারপিটের দুঃস্বপ্ন নিয়ে স্বামীর দল দিন গুনতে লাগল।

॥ বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ ॥

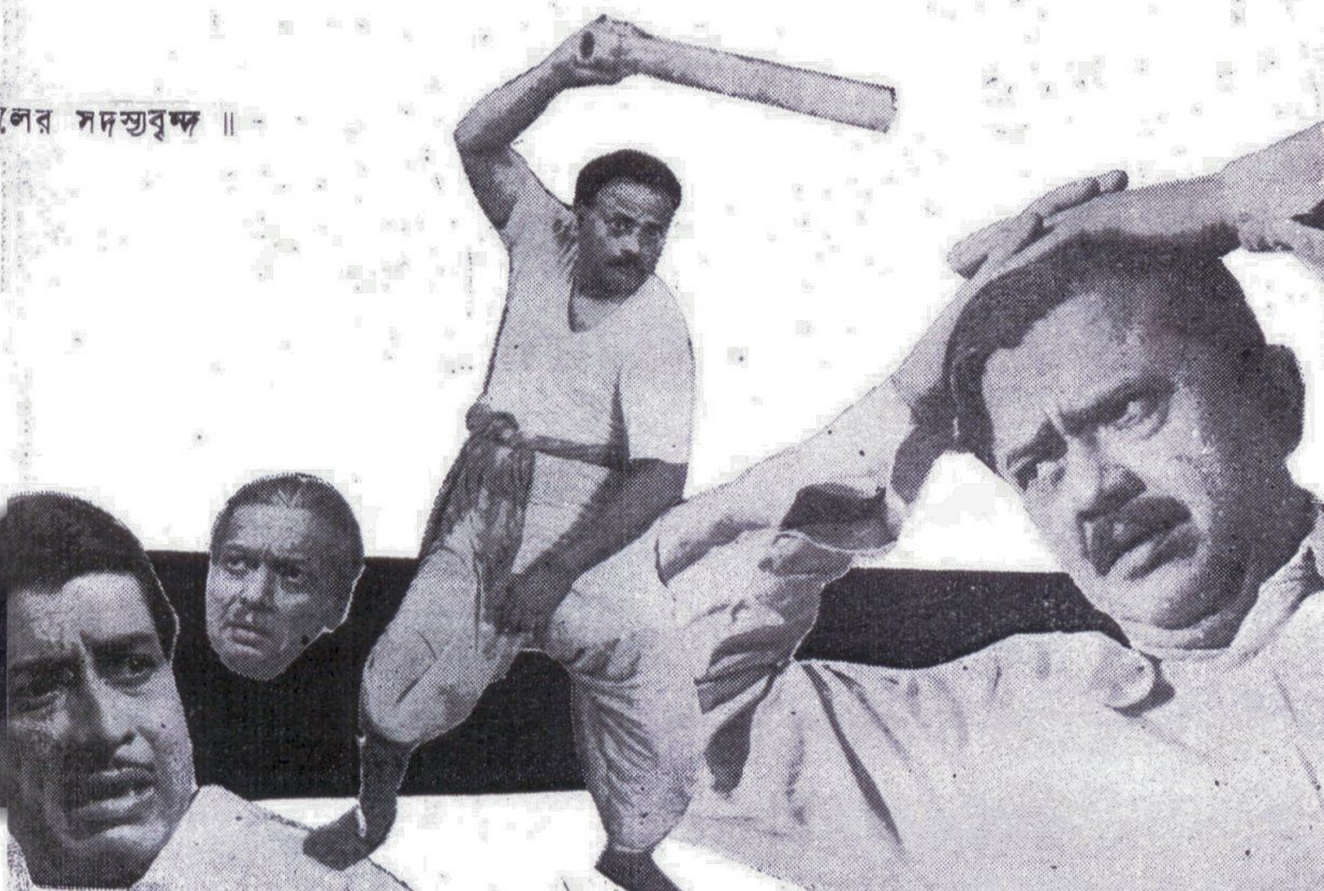

এতবড় ঘটনার গোড়ার কথা চিন্তা করলে মনে হবে কত তুচ্ছ, কি সামান্য একটা মতান্তরের সূত্র ধরে এই ঐতিহাসিক বিপ্লবের সূচনা হল।.....

সুরবালার স্বামী অচিন্ত্য একজন লেখক। নিরীহ সরল শান্তিপ্রিয় মানুষ কিন্তু আধুনিক স্ত্রী সুরবালার প্রাত্যহিক জীবনের আড়ম্বর ও তার সভা-সমিতি নিয়ে হৈ-হুল্লোড়ে যেমনি বিরক্ত তেমনিধারা মর্মাহত হয়ে উঠেছিল। সে চায় তার স্ত্রী তার মা-ঠাকুমার জীবনযাত্রারই পূর্ণ মর্য্যাদা নিয়ে সংসারকে সুখনীড় করে তুলুক। তার ওপর সুরবালার বিলাস-ব্যসনের চাহিদা মেটাতে তার এই যথেচ্ছ অপব্যয়ে শঙ্কিত হয়ে একদিন অনুযোগ করতেই সুরবালা ক্রোধে ফেটে পড়ল। এই অনুযোগ, এই শান্ত প্রতিবাদই সামগ্রিকভাবে স্বামীদের বিপদের কারণ হয়ে উঠল। সহসা অগ্ন্যুৎপাত বিভীষিকা নিয়ে অগ্নিস্রাবী লাভার মত বিবাহিত স্ত্রীদের আক্রোশ ফেটে পড়ল সুরবালাকে কেন্দ্র করে। অত্যাধুনিকা বিজলী সেন এই স্বামী বন্ধবাদের মহাযজ্ঞে ইন্ধন জোগাল। "পতি সংশোধনী সমিতি" গড়ে উঠল। সর্ববাদী সম্মতিক্রমে সুরবালা হল প্রেসিডেন্ট, বিজলী হল সেক্রেটারী।

॥ এঁরা নির্দলীয় ॥

তারপর চলল অভিযান। আহ্বান বন্ধন ওরা স্বামীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে—স্বামীদের নির্যাতনের যোগ্য প্রতিশোধ নিতে। জানাল ওদের কর্তৃত্ব একতরফা না হয়ে সমান অধিকারের আওয়াজ তুলতে।

.....পেরেছিল কি তারা স্বামীদের শায়েস্তা করতে—তাদের দাবী মেটাতে? জন্মজন্মান্তের স্বামী-স্ত্রীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধটাকে ভেঙেচুরে তচ্‌নচ্‌ করে দিতে?

তার উত্তর আছে রূপালী পর্দায়।

॥ ১ ॥

॥ কথা ও কণ্ঠ : মিণ্টু দাসগুপ্ত ॥

পথে পথে ঘুরি আমি আজব ফেরিওয়ালা
যা লেবে সাড়ে ছে আনা
বাবু হাঁ সাড়ে ছে আনা
মাজি সাড়ে ছে আনা
কলকাতা ভী সাড়ে ছে আনা (হে)
নোখ্ পালিশ আর বেচি গাল পালিশ
আর আছে বুট পালিশ বাতের মালিশ
পুঁথির মালা··· ··· ···
কত রোদে জলে ফিরি নানা ছলে
কত সুখে আছি জানে ঐ ওপরওয়ালা
কাঁধে বোঝা নিয়ে ঘুরি আমি ফেরিওয়ালা

সোনা রূপো লোহার হাটে খাচ্ছে গড়াগড়ি
আর ফ্যাসন হলো ইষ্টিলের চুড়ি
আহা মরি মরি মরি ॥
সবার তরে এনেছি ঘরে ঘরে
ভুলুন তাই পরে দিদিরা সব
সোনার জ্বালা।
বাবু আছে মুখোশ ঢেকে যাবে গো দোষ
তাই মুখ ঢাকা দিয়ে হোন আপনি ভালা।
কিছু কিনে দূর কর মোর পেটের জ্বালা ॥

॥ ২ ॥

॥ কথা : কানুরঞ্জন ঘোষ ॥
॥ কণ্ঠ : সমবেত ॥

জাগো জাগো চিরশৃঙ্খল বন্দিনী জাগো
হও নির্ভয় হানো সংশয়
যত বন্ধন ভয় সব ভাঙ্গো ॥
জাগো জাগো জাগো ॥
জাগরে জাগরে নারী লাঞ্ছিতা
কেন আছ নিজ অধিকারে বঞ্চিতা
ভীরু অবগুণ্ঠন ফেলো খুলে
নারী জাগরে জাগরে বধূ জাগরে
তোর শত বছরের ঘুম ভাঙরে ॥

বল অত্যাচারের চাই প্রতিকার—
মেলো বাঘিনীর মত ঐ হিংস্র নখরগুলি
অত্যাচারীর বুকে হানতে ॥
মোরা শক্তি মোরা বিদ্যুৎ
মোরা ঝঞ্ঝার মত চলিরে
নারী জাগরে জাগরে বধূ জাগরে
তোর শত বছরের ঘুম ভাঙরে।
নিজেদের গণ্ডি ছাড়িয়ে চেয়ে দেখ ঐ
বিশ্বের নানা মহাদেশে
মেয়েরা নিয়েছে কেড়ে সমান সমান ভাগ
পুরুষের সাথে অবশেষে
মোরা হতে পারি মহিয়সী নারী
যদি মহা মিলনের গান গাইরে ॥

আগামী চিত্রার্ঘ্য !

এস, পি, ডি, প্রোডাকসন্সের প্রথম উপহার

।। তিন অধ্যায় ।।

কাহিনী : শৈলেশ দে

॥ শ্রেঃ বাংলা ও বোম্বাই-এর জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ ॥

এবং

এস, পি, ডি, প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় উপহার

।। নিরালা সেন ।।

॥ শ্রেঃ বাংলা ও বোম্বাই এর জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ ॥

প্রকাশক : প্রচার সচিব নিতাই দত্ত, অগ্রণী ফিল্মস-এর পক্ষে।
মুদ্রক : কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া ॥ অলঙ্করণ : এস, স্কোয়ার
সম্পাদনা ও পরিকল্পনা : শ্রীপঞ্চানন